২

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 APR 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫৫

ডাকসু ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত, শোকজ করা হচ্ছে ছাত্রদলের ১২ জনকে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ডাকসুসহ সমস্ত হল সংসদ ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিন্ডিকেট গত ১৩ই মার্চ বঙ্গবন্ধু হলে সংঘটিত আরিফ হত্যাকান্ডের জন্য জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকেই দায়ী করেছে এবং ঘটনার সাথে জড়িত থাকার জন্য দলীয় ১২ জন নেতা-কর্মীকে চিহ্নিত করেছে। চিহ্নিতদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কারণ দর্শাও নোটিশসহ পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার পর গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটি রিপোর্ট জমা দেয়ার পর গতকাল সোমবার রাতে উপাচার্যের বাসভবনে সিন্ডিকেটের রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে চেয়ারম্যান করে গঠিত তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন প্রক্টর ডঃ কে এম নুর-উন নবী (সদস্য সচিব), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট ডঃ খন্দকার বজলুল হক ও অধ্যাপক ডঃ এটিএম জহুরুল হক।

এ তদন্ত কমিটি সাংবাদিক, ছাত্রনেতা, পুলিশ, হল কর্মচারী, হল প্রশাসন, সাধারণ ছাত্রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৫০ জনেরও বেশি ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন। কমিটি মোট ১৪টি সভায় বসেন। গত ১৬ই এপ্রিল তাদের রিপোর্ট সিন্ডিকেটের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কমিটি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য কয়েকটি সুপারিশ সিন্ডিকেটের কাছে পেশ করেন। তাদের সমস্ত সুপারিশই গতকাল অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় পাস হয়। গতকালের সভায় সিদ্ধান্ত হয় তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চিহ্নিত ১২ জন ছাত্রদল নেতাকর্মীর মধ্যে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব ব্যবস্থা নেবে। বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করবে।

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তঃ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল রুল অনুযায়ী ডিসিপ্লিনারি বোর্ড পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।

তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট ডাকসু এবং বিভিন্ন হল সংসদকে অবিলম্বে ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গেছে, ডাকসু এবং হল সংসদ প্রতিনিধিদের কেউ-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় এবং তাদের আর প্রতিনিধি থাকার কোন বৈধতা নেই বলে সিন্ডিকেট এই সিদ্ধান্ত নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ৭৩ অনুযায়ী ডাকসু এবং বিভিন্ন হল সংসদের মেয়াদ এক বছর হলেও বর্তমান ডাকসু ও বিভিন্ন হল সংসদের কার্যক্রম চলছে প্রায় ৭ বছর ধরে। ডাকসু ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

ডাকসু ঃ ভেঙে দেয়া হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হয় গত ১৯৯০ সালে। এছাড়াও গতকালের সিন্ডিকেট সভায় কয়েকটি গৃহীত সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিভিন্ন হল প্রশাসনকে আরো জোরদার করা হবে, তাদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা দেবে পুলিশ। তারপরও কোন হলে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার জন্য সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

সব আবাসিক হলে 'ফাও' খাওয়া বন্ধের জন্য ডাইনিং অথবা ম্যাচ চালু করা হবে। সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্ট তার তত্ত্বাবধান করবেন। এছাড়াও কোন বহিরাগত কোন হলে অবস্থান বা ঢুকতে পারবে না। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অবশ্যই লেমিনেটিং আইডি কার্ড রাখতে হবে। কোন অতিথি আসলে হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তাকে হলে রাখা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোন বাস, ট্রাক বা টেম্পো প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।